যুগান্তর

তারিখ 29 MAY 2010
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

কারিগরি শিক্ষার বেহাল দশা

নানামুখী সীমাবদ্ধতা অবহেলা অব্যবস্থাপনা : আসছে না মেধাবীরা

মুসতাক আহমদ

জান্নাতুল ফেরদৌস মিতা পটুয়াখালীর বাউফল আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০০৯ সালে উচ্চনম্বরের জিপিএসহ এসএসসি ভোকেশনালে উত্তীর্ণ হয়েছে। বর্তমানে সে একই উপজেলার ইঞ্জিনিয়ার ফারুক তালুকদার মহিলা কলেজে দ্বাদশ শ্রেণীতে মানবিক বিভাগে পড়ছে। ভোকেশনালে পাস করে তার এইচএসসি বিএমে পড়ার কথা। কিন্তু সাধারণ ধারায় ফিরে আসা প্রসঙ্গে সে জানায়, 'এ শিক্ষাকে কেউ মূল্যায়ন করে না। সবাই মনে করে যে ভালো লেখাপড়া পারে না বলে কারিগরি শিক্ষা নিচ্ছে। তারপরও সামাজিক গঞ্জনা সয়ে ভর্তি হয়েও কারিগরিতে ভালো শিক্ষা মিলছে না। নেই ল্যাবরেটরি, পর্যাপ্ত দক্ষ শিক্ষক এমনকি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ক্যাম্পাসও নেই। ভর্তি হলে নির্দিষ্ট সময় পর পরীক্ষা আসে। পাসও জোটে। কিন্তু বাস্তবে ব্যবহারিক কিছু শেখা হয় না বললেই চলে।' শুধু মিতা নয়, কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহের অভাব ও শিক্ষার মান নিয়ে এ ধরনের অভিযোগ প্রায় সবারই। এই শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন এমন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্টদের অভিমত, হাজারও সমস্যা বিরাজমান কারিগরি শিক্ষায়। নানামুখী সীমাবদ্ধতা, অবহেলা, অব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কারণে মেধাবীরা এই শিক্ষায় আগ্রহী নয়। সংশ্লিষ্টদের এই দাবির সত্যতা মেলে এবছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের দিকে তাকালে। চলতি বছর প্রায় সাড়ে ৮২ হাজার শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ লাভ করেছে। এর মধ্যে কারিগরি বোর্ডের সংখ্যা মাত্র ৭২। অথচ মাদ্রাসা বোর্ডে এ সংখ্যা প্রায় ২৩ হাজার। সরকারি এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা যায়, দেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার বর্তমানে মাত্র ২ থেকে ৩ ভাগ। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে মধ্যম স্তরের কারিগরি শিক্ষায় মেধাবী শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির হার ৪০ থেকে ৬০ ভাগ। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ চিত্র দেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মমুখী এই শিক্ষার অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সাক্ষ্য বহন করে। বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শামসুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ সংকট, উপযুক্ত ল্যাবরেটরি ও এতে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি অভাব, কম অর্থ বরাদ্দসহ হাজারও সমস্যা আর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এই শিক্ষা। এক কথায় বলা যায়, দেশের কারিগরি শিক্ষায় বিরাজ করছে বেহাল দশা। এই নাজুক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য তারা ১৯ মে শিক্ষামন্ত্রী দশা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

দশা : কারিগরি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সুপারিশমালা পেশ করেছেন।

নানা সমস্যা : সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কারিগরি শিক্ষা নিয়ে পরিকল্পনা, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দূরদর্শিতার অভাবও রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বাস্তবভিত্তিক কোন সুযোগ নেই। সর্বত্র বিভাগে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করছেন তারা। এই স্তরের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বলছেন, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, প্রচার ও পাঠ্যক্রমে উন্নত বিশ্বের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ধারণা নেয়া নেই। রয়েছে মানসম্মত বইয়ের অভাব। তাছাড়া কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশিরভাগই পরিচালিত হচ্ছে বেসরকারিভাবে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চলছে ল্যাবরেটরি, শিক্ষক ও ক্যাম্পাস ছাড়াই। নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট লাভ করে কিন্তু বাস্তবে ব্যবহারিক কিছু শিখতে পারে না। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম না মেনেই তারা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

উচ্চশিক্ষার সুযোগ কম : শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অভিযোগ, কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষার্থীরা উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা উত্তীর্ণদের জন্য কোন আসন বরাদ্দ নেই। শিক্ষার্থীদের জন্য শুধু ঢাকা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিতে (ডুয়েট) সুযোগ রয়েছে। দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর কয়েক হাজার কারিগরিতে বিএসসি ডিগ্রিধারী বের হচ্ছে। ফলে বাজার চাহিদায় ডিপ্লোমাধারীদের অগ্রাধিকার কমে যাচ্ছে। কারিগরি শিল্প-কারখানায় বিএসসি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়ে ডিপ্লোমাধারী শিক্ষার্থীদের বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। কিন্তু ডিপ্লোমাধারী শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত চার-পাঁচ বছর সময় লাগছে বলেও অভিযোগ শিক্ষার্থীদের। ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী রাকিব হাসনাত জানান, ডিপ্লোমা ডিগ্রির জন্য সময় চার বছর করায় কারণে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হচ্ছে। তিনি জানান, বর্তমানে কারিগরি শিল্প-কারখানায় বিভিন্ন পদে কারিগরিতে বিএসসি রয়েছে এমন প্রার্থীদের চাকরির সুযোগ দিচ্ছে। ডিপ্লোমার কোন অবস্থান নেই। এসব কারণে এ শিক্ষায় মেধাবীরা আসছে না বলে সে জানায়। ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রী ফারজানা আক্তার জানান, কোথাও ভর্তির সুযোগ না পেয়ে অনেক শিক্ষার্থী এ ধরনের শিক্ষায় বাধ্য হয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু ভর্তি হওয়ার পর কারিগরি শিক্ষার বর্তমান অবস্থা দেখে তারা আরও হতাশ হয়। তিনি তার প্রতিষ্ঠানের নানা সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেন বলেন, কৃষিতে ডিপ্লোমাধারীদের বিএসসিতে ভর্তি হতে হলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতোই তাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। এতে সাধারণ সিলেবাস থেকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, যা কারিগরি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ভর্তি হতে বড় বাধা।

কারিগরি প্রতিষ্ঠান : দেশে মধ্যম স্তরের কারিগরি শিক্ষার মধ্যে রয়েছে ৮ ধরনের ডিপ্লোমা শিক্ষা। এর মধ্যে রয়েছে— ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন কৃষি, ডিপ্লোমা ইন মেরিন, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন অ্যানিমেল হেলথ অ্যান্ড প্রোডাকশন টেকনোলজি, ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল অ্যাডুকেশন, ডিপ্লোমা ইন হেলথ টেকনোলজি। বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ৪৮টি সরকারি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৩টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, ১টি মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, ২টি সার্ভে ইনস্টিটিউট এবং ৪০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট রয়েছে। জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর অধীনে রয়েছে ৩৫টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার। কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ রয়েছে। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে দেশে বেসরকারিভাবে ৯৭টি কৃষি ডিপ্লোমা এবং ১২৪টি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩২ হাজার, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইলে আড়াই হাজার, ডিপ্লোমা ইন কৃষিতে ১১ হাজার, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রিতে ১৫০, ডিপ্লোমা ইন অ্যানিমেল হেলথ অ্যান্ড প্রোডাকশন টেকনোলজিতে ২০০ এবং ডিপ্লোমা ইন হেলথ টেকনোলজিতে প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। এর বাইরে সারাদেশে ৫০টি পলিটেকনিক কলেজ রয়েছে।

পলিটেকনিক সমস্যা : পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শামসুর রহমান জানান, দেশের ৫০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মধ্যে ৩টি নতুন পলিটেকনিক। ২০টি পুরনো পলিটেকনিক। বাকি ২৭টি বিভিন্ন প্রকল্পভুক্ত। এ ৫০টির মধ্যে প্রথম ধরনের ২৩টিতে মাত্র ৪৫ ভাগ শিক্ষক রয়েছেন। আর বাকি ২৭টিতে ৭০ ভাগ শিক্ষকের পদই শূন্য। অর্থাৎ মোট ১ হাজার পদের মধ্যে মাত্র ৩শ' পদে শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। যে কারণে তাদের সপ্তাহে ৬০ থেকে ৬৫টি ক্লাস নিতে হয়। অথচ নিয়ম অনুযায়ী প্রতি শিক্ষকের মাত্র ২০-২৪টি ক্লাস নেয়ার কথা। তিনি বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকট এমনই ভয়াবহ যে, অনেক বিভাগে একজন শিক্ষকও নেই। তিনি ঢাকা, যশোর, ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক, দিনাজপুর, রাজশাহীসহ বিভিন্ন পলিটেকনিকের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, অনেক বিভাগে কোন শিক্ষক নেই। এমন অনেক বিভাগ রয়েছে, যেখানে মাত্র ১/২ জন শিক্ষক রয়েছেন।

সংশ্লিষ্টরা যা বলেন : তবে এবার সরকার এই শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দিচ্ছে। ৬ মে যে এমপিও (বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ) তালিকা প্রকাশ করা হয়, তাতে ১ হাজার ২২টির মধ্যে ১৬১টিই কারিগরি প্রতিষ্ঠান। আর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, এই প্রথমবারের মতো কারিগরি প্রতিষ্ঠান এভাবে মূল্যায়িত হল। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেকে ডিও দিতে পর্যন্ত আগ্রহী হন না। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে আমরা এমপিও দিয়েছি। মন্ত্রী বলেন, কারিগরি শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর শিক্ষকস্বল্পতা দূর করা, সিলেবাস যুগোপযোগীকরণ, শিক্ষকদের সিলেকশন গ্রেড, প্রমোশন ও পদের নাম পরিবর্তন, আর্থিক সুবিধা ও মর্যাদা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য যুগ্ম সচিব (কারিগরি ও মাদ্রাসা) এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কারিগরি শিক্ষা দক্ষ জনবল তৈরির মূল ক্ষেত্র। তাই উৎপাদনমুখী ও জীবনভিত্তিক এ শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করা হবে। কারিগরি শিক্ষায় নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করার জন্য শিক্ষকদেরই পরামর্শ দেন তিনি। তিনি বলেন, কারিগরি খাতে একটি গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যেই ২০ জুন থেকে দেশজুড়ে কারিগরি সপ্তাহ উদযাপন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এর উদ্বোধন করবেন। কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর সম্প্রতি এ প্রতিবেদককে বলেন, কারিগরি শিক্ষায় মেধাবীরা কম আসছে সত্য, তবে একে আকর্ষণীয় করতে নানা পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় মেধাবীদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে তাই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও জরুরি বলে তিনি মনে করেন।